দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অশ্বমেধের ঘোড়া

অন্যধারা
কলকাতা

স্বত্ব : চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ / মে ১৯৬৩

প্রকাশক :
অন্যধারার পক্ষে
গীতা দত্ত
১২৯/৫৩ এস, এন, রায় রোড
কলকাতা-৭০০০ ৩৮

মুদ্রাকর :
শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

উৎসর্গ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু-কে

প্রায় দু বছর আগে এই ক্ষুদ্র গল্পসংকলনটি ছাপা আরম্ভ হয়েছিল এবং বিভিন্ন সময়ে একটু একটু করে এর মুদ্রণকার্য সমাধা হয়েছে। সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য আমাকে বাইরে থাকতে হয়েছিল। ১৩৬৯ সনেই প্রকাশিত হবে এই ভরসায় আমি সেখান থেকে বইটির এক ছোট্ট ভূমিকা লিখে পাঠাই। কিন্তু সেই চৈত্র শেষ হলো, তারপর নতুন বছরের বৈশাখও গেল। 'অশ্বমেধের ঘোড়া' এতদিনে প্রকাশিত হচ্ছে।

রচনার ক্রম অনুসারে গল্পগুলি সাজিয়েছি। 'স্বয়ম্বর সভা' বাদে আর সবকটি লেখারই রচনাকাল ও প্রকাশকালের ব্যবধান বেশি নয় অনিবার্য কারণে পূর্বোক্ত গল্পটির মুদ্রণ বিলম্বে ঘটেছিল। প্রতিটি গল্পের শেষে প্রথম প্রকাশের তারিখ দেওয়া আছে।

গল্পগুলির বর্তমান পাঠে কোথাও ঈষৎ পরিমার্জনা, কোথাও বা প্রথম প্রকাশকালের গুরুতর মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন করা হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ। ১৩৭০

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

নরকের প্রহরী

আয়নাটা ঠুনকো আর পুরনো। কয়েক জায়গায় পারা চটেছে। কাচের ভেতরে বসন্তের ক্ষতের মতো কালো কালো দাগ। ভুতোর মুখে সেই কালো কালো, গোল গোল, ছোট বড় ছাপ। যেন ভুতোর বসন্ত হয়েছে। বিরক্তিতে চোখ কোঁচকাল। তারপর আয়নাটা কাছে এনে হাঁ করে খানিক মুখের ভাপ দিল। ভাদ্র মাস। গরম আছে, গুমোট আছে, আবার থেকে থেকে বৃষ্টিও হয়। আয়নার কাচে ধুলোর আস্তরের মতো জলের আভাস দিল। শুকনো গামছা দিয়ে আর্শিটা বারকয়েক ঘষল। কিন্তু দাগ উঠল না। কাচটা যেন আরও ম্লান এবং তেলচিটে ঠাহর হল। ভুতোর ছায়া এখন আর স্পষ্ট নয়।

পিচ কেটে থুথু ফেলল। বিরক্ত হয়ে ভাঙা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াল। কয়েকগাছা চুল উঠল। দেখে আবার থুথু ফেলল। তারপর গামছা বেঁধে এক বিচিত্র প্রক্রিয়ায় মাথার চুল সামনে ফাঁপিয়ে পেছনে ঢেউ খেলিয়ে পরিপাটি করে আঁচড়াল। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে তা খেয়াল করে নি। করলেও হয়তো কারণ বুঝত না। ডান হাতের দু-আঙুলে খানিক শস্তা স্নো তুলে বাঁ হাতের চেটোতে রাখল। চেটোটা পুরু আর শুকনো আর খসখসে। এখানে ওখানে ছুলি হয়ে চামড়া উঠেছে, যেন উইয়ে খেয়েছে। তারপর একটু একটু করে সারা মুখে স্নো মাখল, ঘষল, রগড়াল। যেমন ঠুঁটো ভিক্ষুক তার সারাদিনের উপার্জন একটা অচল সিকিকে ঘষে বাজারে চাল কিনতে যায়। তারপর চোখের তলায় কাজল দিল।